স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের (পাইলট উপজেলাসমূহের) জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২১-২২

(খসড়া সেপ্টেম্বর ২০২১)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়ক প্রকল্প (পর্যায় ২)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	প্রেক্ষাপট	৩
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ প্রণয়ন পদ্ধতি	৩
	ক্রমিক ১: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	৩
	ক্রমিক ২:স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে শুদ্ধাচার	৬
	ক্রমিক ৩ : কার্যকরভাবে এনআইএস টুলস এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবহারে মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার	৮
	ক্রমিক ৪ : উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে শুদ্ধাচার	১০
	ক্রমিক ৫ : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার	১২
	ক্রমিক ৬: ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার	১৩
	ক্রমিক ৭ : বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়	১৪
	ক্রমিক ৮ : শুদ্ধাচার-সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম	১৪
	ক্রমিক ৯: পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৫
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১- ২২ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়সূচি	১২
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ দাখিল প্রক্রিয়া	-
সংযুক্তি : ক	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২-এর কাঠামো	-

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (এনআইএসডব্লিউপি):

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (পাইলট উপজেলাসমূহ) জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২২

১। প্রেক্ষাপট:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে কৌশলপত্রে উল্লেখ আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর / সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় / আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে আসছে । আসন্ন ২০২১-২২ অর্থবছর -এ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে করা কার্যক্রমের বিপরীতে নম্বর প্রদান এবং উত্তম চর্চার জন্য হালনাগাদকৃত ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এই কৌশলটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়করণকে অগ্রাধীকার দিয়ে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এনআইএস সহায়তা প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপটি বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগের অধীনে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ৮ টি বিভাগের অধীনে ৮ টি পাইলট উপজেলাগুলিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

নির্দেশাবলী অনুসরণ করে পাইলট উপজেলাগুলো তাদের নিজস্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ণ ও স্ব-মূল্যায়ন করবে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) সাথে সমন্বয় করে উক্ত বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিষদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

বিগত দুই অর্থবছরে পাইলট উপজেলা সমূহে কিভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্দেশিকাগুলি হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা সমূহ উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য মৌলিক পদক্ষেপ এবং পদ্ধতিসমূহ সংজ্ঞায়িত করবে। এগুলিতে ২০২১-২২ অর্থবছর এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা-এর ফর্ম্যাটও থাকবে।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (এনআইএসডব্লিউপি), ২০২১- ২০২২ প্রণয়ন পদ্ধতি (সংযুক্তি: ক)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় আট (৮) টি প্রধান কার্যক্রম নির্ধারিণ করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে : ১) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; ২) স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার নিশ্চিত করে শুদ্ধাচার ; ৩) কার্যকরভাবে এনএইএস টুলস এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ণ পরিকল্পনা ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার; ৪) উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহে শুদ্ধাচার ; ৫) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার; ৬) ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ; ৭) বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়; ৮) শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম এবং ৯) পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন।

১: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১.১ উপজেলা নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন

উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় অবশ্যই একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করতে হবে এবং সেটা উপজেলাতে এনআইএসডব্লিউপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনগুলি অবশ্যই নৈতিকতা কমিটির বৈঠকে অনুমোদিত হতে হবে। সুতরাং প্রতি ত্রৈমাসিকে কমপক্ষে একটি নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে। নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী আলোচ্যসূচী নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সভার লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা যা

অর্থবছরে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে। সভাগুলির এই লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা প্রতি ত্রৈমাসিকের বিপরীতে বিভক্ত করে ৮ - ১১ কলামে প্রদর্শণ করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি: পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি ত্রৈমাসিকে যদি নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, তবে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। ত্রৈমাসিকে যদি কোনও সভা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে এরকম প্রতিটি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য ০.২৫ করে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক : নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী যেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দেয়া / পর্যালোচনা করার জন্য প্রস্তুত করা হবে।

১.২ উপজেলা নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের হার (শতকরা হারে) নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি ত্রৈমাসিতে কার্যকর করা হবে মর্মে নেয়া সিদ্ধান্তগুলি ৮ - ১০ কলামের বিপরীতে উল্লেখ করতে হবে (শতকরা হারে)।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রতি ত্রৈমাসিকের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার শতভাগ হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। তবে অর্জন যদি শতভাগেরও কম হয়, তবে গাণিতিকভাবে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক : নৈতিকতা কমিটির সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার তালিকা সভার কার্যবিবরনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। যে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয়েছিল সেগুলি বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে জানাতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত উভয় তালিকাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যখন চাওয়া হবে তখন জমা দিতে হবে।

২. স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে শুদ্ধাচার

২.১ উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরে প্রবর্তিত উত্তমচর্চার তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা নৈতিকতা কমিটি উপজেলা পরিষদ ও এর প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে প্রবর্তিত উত্তম চর্চার তালিকা সংগ্রহ করবে ।
উত্তম চর্চার তালিকা সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে হবে এবং তা ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে, এবং একাধিক তারিখের ক্ষেত্রে তারিখগুলি ৮ থেকে ১১ নং কলামের অধীনে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকের বিপরীতে প্রদর্শণ করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : যদি নির্ধারিত তারিখ অনুসারে উত্তম চর্চা সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বুভাগে প্রেরণ করা হয় তাহলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। বিলম্বের ক্ষেত্রে, প্রতি পাক্ষিক বা তার অংশের জন্য ০.২৫ হারে নম্বর কেটে নেওয়া হবে।

প্রমাণক : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পর্যালোচনা জন্য দাখিলকৃত উত্তম চর্চার তালিকা ।

২.২ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার/অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন (সশরীরে এবং / অথবা অনলাইনে)

উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরণের এনআইএস প্রশিক্ষণ (সশরীরে এবং / অথবা অনলাইন) আয়োজন করতে হবে। এর লক্ষ্যমাত্রা ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে । প্রশিক্ষণের তারিখ এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮ – ১০ নং কলামে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। যদি লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত না হলে গানিতিক হারে নম্বর কাটা হবে।

প্রমাণক : ঐ বছরের জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি তালিকা, প্রশিক্ষণের বিষয়ে জারি করা নোটিসসমূহ এবং হাজিরা (বিষয় উল্লেখপূর্বক) ।

২.৩ গণশুনানি আয়োজন

উপজেলা পরিষদ ও এর প্রশাসনে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন করতে হবে। গণ শুনানির মাধ্যমে কতো শতাংশ (%) অভিযোগ **তাৎক্ষণিকভাবে** এবং কতো শতাংশ (%) পরবর্তিতে **নিষ্পত্তি করা হবে তা লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে** কলাম ৬ এ উল্লেখ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে ৮ – ১০ নং কলামে প্রদর্শন করতে হবে । প্রতিটি গণশুনানির মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগের তালিকা এবং অভিযোগ সমাধানের বিশদ বিবরণ রেকর্ড করার জন্য একটি রেজিস্টার রাখতে হবে, এবং এগুলোকে উপজেলা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : গণ শুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রাযদি শতভাগ অর্জিত হয় তাহলে পুর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে । লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত না হলে গানিতিক হারে নম্বর কেটে নেওয়া হবে।

প্রমাণক: নোটিশ এবং উপস্থিতি / গণ শুনানির ছবি এবং গণ শুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ/ঘটনার একটি তালিকা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাৎক্ষণিকভাবে/ পরবর্তিতে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

২.৪ উপজেলা ওয়েবসাইটে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী, বাজেট এবং ব্যয় আপলোড করা।

উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরনী, বাজেট এবং ব্যয় উপজেলা ওয়েবপোর্টাল সাইটে আপলোড করতে হবে। ওয়েবসাইটে কার্যবিবরনী এবং বাজেট ও ব্যয় আপলোড করার জন্য লক্ষ্যমাত্রার তারিখ নির্ধারণ করতে এবং আপলোডের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারিত তারিখসমূহ ৬ নং কলামে প্রদর্শন করতে হবে এবং পরে সেগুলি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৮ - ১১ কলামে বিভক্ত করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : নির্ধারিত তারিখ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা গেলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে । বিলম্বের ক্ষেত্রে, প্রতি পাক্ষিকের জন্য ০.২৫ হারে বা তার অংশের জন্য নম্বর কেটে নেওয়া হবে । কার্যবিবরনী, বাজেট ও ব্যয় এর বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করা হলে কোনও নম্বর দেওয়া হবে না ।

প্রমাণক : উপজেলার ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত কার্যবিবরনী, বাজেট ও ব্যয় ।

২.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত উপকরণসমুহ (GRS / RTI / Citizen's Charter...) পরিচিতিকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ

উপজেলা নৈতিকতা কমিটি উপজেলায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত উপকরণসমুহ, যেমনঃ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, গণশুনানি ইত্যাদি জনসাধারণের কাছে পরিচিতিকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ নাগরিক,শিক্ষার্থী, পরিবহণ-শ্রমিক, ব্যবসায়িদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে ব্যাপক প্রচারনামূলক (মাইকিং সহ) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীতব্য কার্যক্রমের মোট সংখ্যাকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাগন করে ৮-১১ নম্বর কলামে এ প্রদর্শন করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ৬ নং কলামে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করা গেলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। যদি লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত না হয়, তাহলে গাণিতিক হারে নম্বর হ্রাস পাবে।

প্রমাণক: সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিচিতিকরণের বিষয়ে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তিসমূহ ও কার্যক্রমের স্থিরচিত্র এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী।

৩. কার্যকরভাবে এনআইএস টুলস এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার

৩.১ অধিকতর উন্নত সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত তারিখ-ভিত্তিক টোকেন ব্যবস্থা প্রচলন

উপজেলা পরিষদ এবং পরিষদের অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী দপ্তর যেমনঃ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়সহ অন্যান্য দপ্তরগুলিতে কার্যকর, দক্ষ ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখ-ভিত্তিক টোকেন পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্দিষ্ট তারিখ-ভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৮ – ১০ কলামের উল্লেখ করতে হবে । তবে একাধিক সেবার জন্য টোকেন সিস্টেম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে, আলাদা আলাদা তারিখ ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং ৮ – ১০ কলামে সে অনুযায়ী প্রদর্শন করতে হবে ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : নির্দিষ্ট তারিখ-ভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলনের জন্য উপযুক্ত সরকারী সেবাসমূহ চিহ্নিত করে যদি নির্দিষ্ট তারিখে (বা তারিখসমূহে) টোকেন পদ্ধতি প্রচলন করা যায় অর্থাৎ, অর্জন যদি শতভাগ হয় তবে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে । অন্যথায় কোন নম্বর পাওয়া যাবে না ।

প্রমাণক : সরকারী সেবা সম্পর্কিত অফিসসমূহ এবং / অথবা সংস্থাগুলিতে চালু হওয়া টোকেন সিস্টেমগুলির তালিকা, এবং টোকেন হাতে সেবাপ্রার্থী গ্রাহক / নাগরিকগণের ছবি ।

৩.২ উপজেলাতে এনআইএস বাস্তবায়ন সহায়তাকারীদের (NIS promoters) সভা এবং / অথবা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

প্রতিটি উপজেলা সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নাগরিকদের নিয়ে এনআইএস বাস্তবায়ন সহায়তাকারীদের একটি দল সংগঠিত করবে (যেমন সিএসওবৃন্দ, এনজিওসমূহ, মিডিয়া, পেশাদার গ্রুপ সমূহ, শিক্ষক প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্ষেত্র, সিভিল সার্ভিসেস, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, তথ্য আপা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রসমূহের উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ইত্যাদি)। তাঁরা এনআইএস উপকরণগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে অংশীজনদের মধ্যে, বিশেষত অ-রাস্ট্রীয় কর্মীগণের **(non-State actors)** মধ্যে, সচেতনতা সৃষ্টির করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন ।

ইউএনওর সভাপতিত্বে এনআইএসের বাস্তবায়ন সহায়তাকারীগণ **(NIS promoters)** ত্রৈমাসিক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঐ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মবিবৃতি **(action statement)** বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ত্রৈমাসিক সভার তারিখগুলি ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং এটি ৮ – ১০ কলামগুলোতে প্রতি ত্রৈমাসিকের বিপরীতে উল্লেখ করতে হবে ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : কর্মবিবৃতি নির্ধারণ করে গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে যদি পরবর্তীতে সকল সভা আয়োজন করা হলে পূর্ণ নম্বর প্রাপ্ত হবে । অন্যথায় গানিতিক হারে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক : এনআইএস বাস্তবায়ন সহায়তাকারীদের প্রথম বৈঠকে গৃহীত কার্যাবলীর একটি তালিকা এবং এনআইএস বাস্তবায়ন সহায়তাকারীদের কার্যক্রমের অগ্রগতি / অর্জন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণের ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহে শুদ্ধাচার

৪.১ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পরে তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে । এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা (অনুমোদনের / আপলোডের তারিখ) ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে । অনুমোদনটি যেহেতু এককালীন কার্য তাই ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কোনও বিভক্তি প্রয়োজন হবে না।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং ওয়েব পোর্টালে আপলোডের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত তারিখে অর্জন করা সম্ভব হয়, তবে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে।

প্রমাণক : স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ।

৪.২ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-এর বার্ষিক বাস্তবায়ণ পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং এর বাস্তবায়নের শতকরা হার ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কোনও বিভক্তি প্রয়োজন নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : অর্থবছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষনের **শতকরা হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি** বার্ষিক অর্জিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। যদি পরিবীক্ষণ করা না হয় অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় তবে গাণিতিক হারে নম্বর কেটে নেয়া হবে।

প্রমাণক : ওয়েবপোর্টালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।

৪.৩ উপজেলা পরিষদ দ্বারা বার্ষিক পরিকল্পনার (এপি) অনুমোদন এবং এটি ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা (এপি) প্রণয়ন ও উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনের পরে তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, অনুমোদন ও আপলোডের তারিখটি ৬ নং কলামে দেখাতে হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আগে যদি অনুমোদন না করা হয়, তবে অনুমোদনের এবং ওয়েব পোর্টালে আপলোডের সম্ভাব্য তারিখ ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকের বিপরীতে দেখাতে হবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কোন বিভক্তি দরকার নেই।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : বার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এবং নির্দিষ্ট তারিখে ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে।

প্রমাণক : স্ব স্ব ওয়েবপোর্টালে বার্ষিক পরিকল্পনা।

৪.৪ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়ে গেলে বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নপরিবীক্ষণের শতকরা হার ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং ৮ – ১০ কলামগুলির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের প্রতিবেদনসমূহ ওয়েবপোর্টালে প্রকাশ করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রতিটি ত্রৈমাসিকের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জন যথাসময়ে হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। তবে, লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত না হলে গাণিতিকহারে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক : ওয়েবপোর্টালে প্রকাশিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ ।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার

৫.১ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ড প্রনয়ন এবং জনসম্মুখে প্রকাশ

উপজেলা পরিষদে স্ব স্ব দফতরের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী বাছাইয়ের লক্ষ্যে নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সরকারী মানদন্ড প্রকাশ করতে হবে এবং জনসম্মুখে তা প্রদর্শন করতে হবে ।

সরকারী মানদন্ড এবং উপকারভোগীদের তালিকা জনসম্মমুখে প্রকাশের পর জনগণের অভিযোগ/মতামত গ্রহণের জন্য গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে। মানদন্ড প্রণয়নের তারিখ এবং গণশুনানী আয়োজনের তারিখ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ হবে; লক্ষ্যমাত্রার তারিখগুলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভক্ত করে ৮ - ১০ কলামসমূহে এর বিপরীতে প্রদর্শিত হবে । গণশুনানীতে প্রাপ্ত অভিযোগ/ সুপারিশের ভিত্তিতে তালিকা চুড়ান্ত করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : যদি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাই করার জন্য প্রমিত সরকারী মানদন্ড দৃশ্যমান স্থানে ও ওয়েবসাইটে নির্ধারিত তারিখে প্রকাশিত হয়, এবং গণশুনানী নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অনুযায়ী তালিকা চুড়ান্ত করা হয় তবে পূর্ণ নম্বর অর্জিত হবে । যদি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয় তবে গাণিতিক হারে নম্বর কর্তন করা হবে ।

প্রমাণক : আদেশ, চিঠি, গনশুনানীর ছবি এবং ওয়েবসাইটে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাইয়ের মানদন্ড, উপকারভোগীদের তালিকা ও গনশুনানীর নোটিশ, গণশুনানীতে প্রাপ্ত অভিযোগ/সুপারিশের ডকুমেন্টস এবং গৃহিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

৬. ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার

৬.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ওয়েব পোর্টালে আপলোডকরণ

পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ১১ (২) এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৬)অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ অর্থবছরের শুরুতে উপজেলা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং উপজেলার ওয়েবপোর্টালে তা জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করবে। তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় একই সময়ে স্ব স্ব ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ওয়েবপোর্টালে প্রকাশ করবে। উপজেলা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত তারিখটি লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে । ক্রয় পরিকল্পনার যে কোন হালনাগাদ করা হলে তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৮ - ১১ নম্বর কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : ২০২১ – ২২ আর্থিক বছরের শুরুতে যদি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয় এবং পুরো বছর ধরে সঠিকভাবে আপডেট করা হয় তবে পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে । যদি ক্রয় পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট তারিখ অনুসারে প্রস্তুত করা না হয় এবং / অথবা পোর্টাল সাইটে প্রকাশিত না হলে প্রতি পাক্ষিক বা তার অংশের জন্য ০.২৫ হারে নম্বর কর্তন করা হবে ।

প্রমাণক : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং ওয়েব পোর্টাল সাইটে প্রকাশের অফিস আদেশ ।

৬.২ ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ও স্থানীয় পত্রিকায় দরপত্র / কোটেশনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

উপজেলা পরিষদের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতেও দরপত্র এবং / অথবা কোটেশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । ই-টেন্ডারিং-এর তারিখ (তারিখসমূহ) লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ্যমাত্রাসমূহ) হিসাবে ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার তারিখ (তারিখসমূহ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৮ – ১১ কলামে প্রদর্শন করতে হবে ।

মূল্যায়ণ পদ্ধতি : পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। নির্ধারিত তারিখে ই-টেন্ডারিং করা না হলে, কোন নম্বর পাওয়া যাবে না ।

প্রমানক : ই-টেন্ডারিং –এর নথি (স্বাক্ষরসহ)/ ওয়েবসাইট ।

৭. বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়

৭.১ অর্থবছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়ন।

২০২১ - ২০২২ অর্থবছরের উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়ন করতে হবে। বার্ষিক বাজেট এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়নের তারিখটি ৬ নং কলামে এ লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে দেখাতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা তারিখটি ৮ – ১০ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলামে দেখাতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারিত তারিখে প্রস্তুত করা হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে গাণিতিক হারে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমানক : আর্থিক বছরের জন্য আনুমানিক বার্ষিক বাজেট এবং ব্যয়।

৭.২ জনগণের সাথে বাজেট সভা অনুষ্ঠান।

আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ জনগণের সাথে একটি বাজেট সভা করবে। এর মাধ্যমে নাগরিকরা উপজেলার বাজেট এবং কী উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যয় করা হবে তা পুরোপুরি বুঝতে পারবেন। জনগণের সাথে বাজেট সভা (সভাসমূহ) অনুষ্ঠিত করার তারিখটি ৬ নং কলামে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে দেখাতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা তারিখ (তারিখসমূহ) ৮ – ১০ কলামগুলিতেও দেখাতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : নির্ধারিত তারিখে জনগণের সাথে বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। বিলম্ব বা বাতিলকরণের ক্ষেত্রে গাণিতিক হারে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক : বাজেট সভা (সভাসমূহের) বিজ্ঞপ্তি এবং কার্যবিবরণীসমূহ।

৮. শুদ্ধাচার-সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম

উপজেলা পরিষদে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার-সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ২টি কার্যক্রম (কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত ক্রমিক ৮.১, ৮.২ ও ৮.৩- এই ৩টি কার্যক্রমের অতিরিক্ত) গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্যক্রমেরগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ক্রমিক ৮.৪ ও ৮.৫-এর ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া, ৮ -১১ কলামসমূহে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করে প্রদর্শন করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি: লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শতভাগ হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। অন্যথায় কোন নম্বর প্রদান করা যাবে না।

প্রমাণক: উপজেলা পরিষদের ওয়েবসাইট, পত্র, নোটিশ, ছবি, ভিডিও বা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোন প্রমাণক।

৮.১ প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন

উপজেলা পরিষদের গৃহীত প্রকল্পের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রকল্পগুলো কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের কতো শতাংশ বাস্তবায়ন করা হবে তা লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারন করে ৮.১ নম্বর ক্রমিকের ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাজন করে ৮-১১ কলামে উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

• নিম্নোক্ত তথ্যাদিসহ প্রকল্প সাইটে দৃশ্যমান স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন: প্রকল্পের নাম, মেয়াদ, প্রকল্প ব্যয়, প্রকল্পের আওতা, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম/ যোগাযোগ, অনিকের নাম, অভিযোগের লিঙ্ক, ইত্যাদি (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)।

• প্রকল্প ব্যয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমপক্ষে ১০টি ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজের বিল পরিশোধের পূর্বে ইঞ্জিনিয়ার / সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে কত শতাংশ (%) কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা দেখে প্রতিবেদন দাখিল করা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন সত্যায়ন করা এবং ব্যত্যয় হলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। (নির্ধারিত নম্বরঃ ২.০) ।

• প্রকল্প ব্যয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ন্যুনতম ৪ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করে সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)

• সংশ্লিষ্ট এলাকায় কমপক্ষে ৩ টি করে জনসংযোগ সভা করতে হবে, প্রাপ্ত অভিযোগ / সুপারিশ ডকুমেন্টেড করতে হবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)

• নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)

মূল্যায়ন পদ্ধতি: পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক: গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট আদেশপত্র/নথির অনুলিপি/স্থিরচিত্র/ পরিদর্শন প্রতিবেদন সুপারিশ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সংশ্লিষ্ট অফিস/প্রকল্প থেকে) ।

৮.২ চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন

চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত নির্দিষ্ট কার্যক্রমের কতো শতাংশ বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাজন করে ৮-১১ কলামে উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

চিকিৎসা **সেবাঃ**

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত এবং প্রাপ্ত ঔষধ ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার/বিতরণ তদারকির জন্য উপজেলা পরিষদ একটি “মনিটরিং কমিটি” গঠন পূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর এই কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্ত সুপারিশ উপজেলা পরিষদ / উপজেলা নৈতিকতা কমিটিতে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ২.০)

- কর্মপরিবেশ ও সেবার মান উন্নয়ন এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিক অভিযোগ /পরামর্শ গ্রহণ /যাচাইয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং এবং নৈতিকতা কমিটি নিয়মিতভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন পূর্বক পরিষদে প্রতিবেদন/ সুপারিশ উপস্থাপন করবেন এবং প্রাপ্ত সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)
- সকল হাসপাতালের দৃশ্যমান এলাকায় সিটিজেন্স চার্টার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক) –দের তালিকা স্থাপন করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)

জনস্বাস্থ্য সেবাঃ

- গভীর এবং অগভীর নলকূপ বরাদ্দের পূর্বে প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তাবিত স্থানের যথার্থতা এবং সম্ভাব্য উপকারভোগীদের সংখ্যা বিবেচনাপূর্বক বরাদ্দ পাওয়ার উপযোগীদের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)
- প্রকাশিত তালিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/নাগরিকদের কোন অভিযোগ থাকলে তা নিষ্পত্তিপূর্বক চুড়ান্ত তালিকা WATSAN কমিটির সুপারিশসহ উপজেলা পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং অনুমোদিত তালিকার ভিত্তিতে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ১.০)

মূল্যায়ন পদ্ধতি: পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক: গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট আদেশপত্র/নথির অনুলিপি/স্থিরচিত্র/সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী/ ডকুমেন্টেড অভিযোগ এবং বিপরীতে গৃহীত ব্যবস্থা (অভিযোগকারী/সুপারিশকারীর নাম ও মোবাইল নম্বর-সহ)

৮.৩ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন

যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত নির্দিষ্ট কার্যক্রমের কতো শতাংশ বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ৬ নম্বর কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাজন করে ৮-১১ কলামে উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

- অর্থবছরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়নে জনসংযোগ সভা প্রচারপত্র বিতরণ, যুবক্লাব /সংগহনগুলোর সাথে যোগাযোগ, ওয়েবসাইটে তথ্য/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (্যেমনঃ ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ, প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা, আবেদনের সময়সীমা, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ পরবর্তি ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি) সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ৩.০)
- যুব উন্নয়ণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ণ হচ্ছে কি-না তা নিয়মিতভাবে তদারকির জন্য একটি “মনিটরিং কমিটি” গঠনপূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর এই কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। প্রাপ্ত সুপারিশ উপজেলা পরিষদ / উপজেলা নৈতিকতা কমিটিতে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (নির্ধারিত নম্বরঃ ৩.০)

মূল্যায়ন পদ্ধতি: পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। নির্দেশিকায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে নম্বর কর্তন করা হবে।

প্রমাণক: গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট আদেশপত্র/নথির অনুলিপি/স্থিরচিত্র।

৯. পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন

৯ .১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১ – ২২ ওয়েবপোর্টাল সাইটে আপলোড করা ।

উপজেলা পরিষদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১ - ২২ উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হতে হবে । অনুমোদিত হওয়ার পরে এটি উপজেলা ওয়েবপোর্টাল সাইটে আপলোড করতে হবে । লক্ষ্যমাত্রা তারিখটি ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে । কর্ম পরিকল্পনাটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণের তারিখসমূহ ৮ – ১০ এর সংশ্লিষ্ট কলামে প্রদর্শিত হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : উপজেলা পরিষদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২২ সাইটে প্রণয়ন, অনুমোদন ও নির্ধারিত তারিখে ওয়েবপোর্টাল আপলোড করা হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে । আপলোড এবং / বা পরিবীক্ষণে বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতি পাক্ষিক বা তার অংশের জন্য ০.২৫ হারে নম্বর কর্তন করা হবে ।

প্রমাণক : ওয়েব পোর্টাল সাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এমন অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ।

৯.২ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ

উপজেলা পরিষদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১ - ২২ বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে জেলা নৈতিকতা কমিটির নিকট অনুলিপি রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলডিজি) এ প্রেরণ করতে হবে । রিপোর্টিং এবং পোর্টাল সাইটে আপলোডের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ৬ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং এসকল তারিখসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৮ - ১১ নং কলামে প্রদর্শিত হবে ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : যদি উপজেলা পরিষদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২১ – ২২ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করা হয়, এবং লক্ষ্যমাত্রার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং ওয়েবপোর্টাল সাইটে আপলোড করা হয় তবে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে । প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতি পাক্ষিক বা তার অংশের জন্য ০.২৫ হারে নম্বর কর্তন করা হবে ।

প্রমাণক : পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করা এবং স্ব স্ব ওয়েব পোর্টাল সাইটে প্রকাশ করা ।

৩. ২০২১ - ২২ এর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়সূচী এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনসমূহ প্রণয়নের সময়সূচী :

সময়সীমা	বিষয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা (এনআইএসডব্লিউপি) **ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন**		
০১ সেপ্টেম্বর **২০২১**	নির্দেশিকা এবং প্রদত্ত ফর্ম্যাট অনুসরণ করে পাইলট উপজেলাগুলিকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের অনুরোধ জ্ঞাপন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এনআইএস সহায়তা প্রকল্প ফেইজ ২ এর সহায়তায়
০৫ সেপ্টেম্বর **২০২১**	খসড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জেলা কার্যালয়ে (জেলা নৈতিকতা কমিটি) প্রেরণ	নৈতিকতা কমিটির পক্ষে ইউএনও, পাইলট উপজেলা
১০ সেপ্টেম্বর **২০২১**	পাইলট উপজেলার নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রতিক্রিয়া (feedback) জানিয়ে ফেরত পাঠানো	এনআইএস সহায়তা প্রকল্পের (ফেইজ ২) সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৫ সেপ্টেম্বর **২০২১**	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২১ – ২২ চূড়ান্তকরণ এবং উপজেলা পরিষদের অনুমোদন এবং এটি স্ব স্ব পোর্টাল সাইটে প্রকাশ করা ।	নৈতিকতা কমিটি, পাইলট উপজেলা
খ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ		
১৫ অক্টোবর ২০২১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ।	নৈতিকতা কমিটি, পাইলট উপজেলা

১৫ জানুয়ারি ২০২২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর ২০২১ – ডিসেম্বর ২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	নৈতিকতা কমিটি, পাইলট উপজেলা
১৫ এপ্রিল, ২০২২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী ২০২২ – মার্চ ২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	নৈতিকতা কমিটি, পাইলট উপজেলা
১৫ জুলাই, ২০২২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২২ – জুন ২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	নৈতিকতা কমিটি, পাইলট উপজেলা

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১ - ২২ দাখিল প্রক্রিয়া

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (পাইলট উপজেলা) এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১ - ২২ এর খসড়াটি প্রকল্প পরিচালকের (js_pr@cabinet.gov.bd বা ayesha3172@gmail.com) এর ইমেইলে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিকেল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প (ফেইজ ২) এর সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপি ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করতে হবে।